

অপুষ্টির প্রতিকার করলে ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১৮৫-৩৭০ কেজি বেড়ে যায়। গাছের লক্ষণ দেখে অপুষ্টির কারণ বোঝা যায়।

নাইট্রোজেনের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- ▶ প্রথমে নিচের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- ▶ ক্রমান্বয়ে সারা গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- ▶ দুই-চার দিনের মধ্যে সারা ক্ষেত হলদেটে দেখা যায়।

প্রতিকার

- ▶ বিঘাপ্রতি ২৯-৪০ কেজি ইউরিয়া সার ৩ বারে প্রয়োগ করতে হবে।



নাইট্রোজেনের অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাসের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- ▶ কুশি কম ও গাছ খাটো হয়।
- ▶ শিষ আসতে দেরী হয় ও পাকতে বেশী সময় লাগে।
- ▶ জমির মাঝে মাঝে ধান গাছ বসে যায় এবং সেখানে ধান খোর আসতে দেরী হয়।

প্রতিকার

- ▶ বিঘাপ্রতি ৭-১৪ কেজি ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।



ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

পটাশের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- ▶ গাছ খাটো হয়।
- ▶ পাতার আগা ও কিনারা মরে যায়।
- ▶ গাছ সজীবতা হারিয়ে ফেলে।

প্রতিকার

- ▶ বিঘাপ্রতি ৮-১৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।



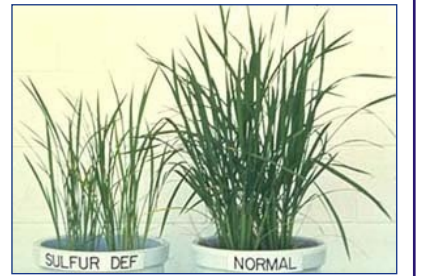
পটাশের অভাবজনিত লক্ষণ

গন্ধকের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- ▶ প্রথমে নুতন পাতা শিরাসহ হলুদ হয়ে যায়।
- ▶ ক্রমান্বয়ে সারা গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।
- ▶ ইউরিয়া সার প্রয়োগে কোন ফল হয় না।
- ▶ ধান পাকতে দেরী হয়।

প্রতিকার

- ▶ বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ▶ জমি শুকিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।



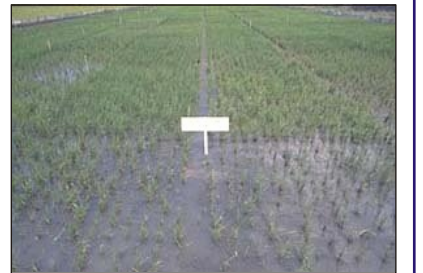
গন্ধকের অভাবজনিত লক্ষণ

দস্তার অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

- ▶ নুতন পাতা হলুদাভ হয় কিন্তু শিরা সবুজ থাকে।
- ▶ পরবর্তী সময়ে পাতায় বাদামী দাগ পড়ে।
- ▶ শীষ আসতে দেরী হয়, মারাত্মক অপুষ্টির ক্ষেত্রে মোটেই শীষ বের হয় না।

প্রতিকার

- ▶ বিঘাপ্রতি ১.৫-২ কেজি দস্তা সার প্রয়োগ করতে হবে।



দস্তার অভাবজনিত লক্ষণ

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ৬

ফ্যাক্ট শীট ১১